

চ্যানেল আই'র তৃতীয় মাত্রা এবং অসততার প্রদর্শনী

বাহুজাদ আহমেদ

আমাদের সমাজে এটা অনেকটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নৈতিকতার অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা উঠলেই কিছু সুট-টাই পরা ব্যক্তির মহাজ্ঞানীর মত বলে উঠে জনগণ অসৎ হয়ে গেছে। ভাবটা এমন যে যারা সুট-টাই পরে এবং রেডিও-টিভি বা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেয় তারা সবাই সৎ এবং আমরা আমজনতা অসৎ। কিন্তু ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ উল্টো এবং ঐ সুট-টাই পরা ব্যক্তিদের জন্যই আসলে আমাদের সমাজ কলুসিত হয়ে গেছে তা তারা এতই মূর্খ যে টের পায় না। সাধারণ দরিদ্র জনগণ যে আসলে মানসিকভাবে অত্যন্ত সৎ এবং সুট-টাই পরা ব্যক্তিরাই যে আসলে অসৎ তার প্রকৃষ্ট নমুনা আমি পেয়ে যাই এই অক্টোবর মাসে, অনেকটা আকস্মিক ভাবে। আর তাই সুযোগটা নিচ্ছি পাঠকদের সাথে শেয়ার করতে সততা ও অসততার স্বরূপ নিয়ে।

এই অক্টোবর মাসে বেশ কবার বৃষ্টি হয়েছে। মাস আনি মাস খাই, তাই বাস ও রিক্সা ছাড়া অন্য কিছুতে উঠতে পারি না। একদিন এক রিক্সায় চড়ে বাসা পর্যন্ত এলাম ১৫ টাকা ভাড়া ঠিক করে। রিক্সাওয়ালাকে ২০ টাকা দিতে সে বলল তার কাছে ভাণ্ডি ৫ টাকা নাই। আমি বললাম ৫ টাকা ফেরৎ দেওয়ার দরকার নাই। সে আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, “আপনাকে আমি ঠকাতে পারব না।” আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে আমি ঠকছি না। সিঁড়ি বেয়ে বাসায় উঠে আসতে মনে পড়ে গেল ঠিক এর উল্টো চিত্রের কথা - এক অসততার প্রদর্শনী, যার কথা আমাকে বলতেই হবে একটু পরে।

এর পরের ঘটনাটিও প্রায় আগেরটার কার্বন কপি। সেদিনকার প্রচলিত বৃষ্টির সময় মানিক মিয়ার বাড়ির কাছ থেকে এক রিক্সাওয়ালাকে বললাম বঙ্গবন্ধুর বাড়ীর কাছে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাবে কিনা? সে বলল যাবে এবং ভাড়া চাইল ৪ টাকা। আমি বাসস্ট্যান্ডে নেমে ১০ টাকার একটা নোট দিয়ে বললাম, “আপনি ভিজে গেছেন, টাকাটি রেখে দিন।” রিক্সাওয়ালা আমাকে বিস্মিত করে বলল, “এত বেশী ভাড়া আমি নিতে পারব না।” আমি তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, “যেদিন বৃষ্টি থাকবে না সেদিন কারো কাছ থেকে কম নিয়ন, ঠিক আছে।” বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আমার নির্দিষ্ট বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আবার সেই সুট-টাই পরা মানুষদের অসৎ দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল। শুনুন সেটা কি ...

গত পহেলা অক্টোবর ছিল চ্যানেল আই'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। খুব রাখঢাক করে আনন্দ উল্লাস চলছিল। এরই ফাঁকে চ্যানেল আই'র নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখানো হলো। আমার মতে অনুষ্ঠানটি ওই দিনের সমস্ত আনন্দ উল্লাসের মুখে ছাই ছিটিয়ে দিয়েছিল। অনুষ্ঠানটি আর একবার প্রমাণ করল আমাদের রাজনীতিবিদরা কি রকম অসৎ ও অশিক্ষিতের মতো আচরণ করে। এর আগেও আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এ মনোভাব ব্যক্ত করেছি। চ্যানেল আই'এ প্রচারিত তৃতীয় মাত্রা অনুষ্ঠানে যা দেখলাম তাতে রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় মনটা ভরে গেল। ঐ অনুষ্ঠান দেখে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না যে, দুই সুট-টাই পরা অশিক্ষিত ব্যক্তি নগ্ন বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং একজন আরজনকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করছিলেন (টিভি পর্দার বাইরে তারা মারামারী করেছিলেন কিনা জানি না)। এই দুই ব্যক্তির একজন ছিলেন নাজমুল হুদা আর অন্যজন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। আপনাদের দু'জনকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে, যত বড় ডিগ্রী ধারীই হোননা কেন আর সুট-টাই পরেননা কেন, আপনারা কিন্তু দু'জনই ডাছা মূর্খ এবং অসৎ। আপনাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল চরের দুই লাঠিয়াল অথবা দুই ঝগড়াটে বৌ কোমর বেঁধে মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। আমি আরো অবাক হয়েছি এই ভেবে যে, এমন অনুষ্ঠান কিভাবে টিভিতে দেখানো হলো।

উপস্থাপক জিল্লুর রহমান যখন দেখলেন অনুষ্ঠানটি লাঠালাঠি ছাড়া কিছুই নয় তখন কেন তিনি এটার প্রচার বন্ধ রাখলেন না? অবশ্য উপস্থাপক হিসেবে তিনি প্রায়শই এ-ধরনের দ্বন্দ্ব ও মিথ্যা তথ্য সম্বলিত আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন। এই মুহুর্তে মনে পড়ছে গত ২৬শে মার্চ শাজাহান সিরাজের বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার। যখন সবাই জানে স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অসীম অবদানের কথা এবং বঙ্গবন্ধু ছাড়া শাজাহান সিরাজ কেন কারোই কোন অস্তিত্ব ছিলনা, তখন তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থান্বেষী শাজাহান সিরাজ মিথ্যাচার করছে আর জিল্লুর রহমান তা প্রচার করে যাচ্ছে। আমি মনে করি চ্যানেল আই’র অনুষ্ঠান নীতিমালায় কিছু পরিবর্তন আনা উচিত। যা জাতিকে বিভ্রান্ত করে এবং দর্শকদের মানসিক ভাবে ছোট করে দেয় এ-ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

পহেলা অক্টোবরের তৃতীয় মাত্রায় আবার ফিরে আসি। ২১শে আগস্টের বোমা হামলা নিয়ে নাজমুল হুদা এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত যেভাবে ডাষ্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে যুদ্ধরত একটি বিশেষ প্রাণীর মতো একজন আর একজনকে আক্রমণ করছিলেন, তা দেখে তাদেরকে সুস্থ মানুষ মনে হচ্ছিল না। এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে বিএনপি একটি দল হিসেবে এই বোমা হামলায় জড়িত থাকতে পারে না। কারণ এ-ধরনের ন্যাকারজনক কোন কাজ দলীয় সিদ্ধান্তে ঘটাতে গেলে তাতে প্রবল বাধা আসবে। একথা অনস্বীকার্য যে, বিএনপির মধ্যে অনেক সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আছেন যারা এ-ধরনের কাজ কোন ভাবেই সমর্থন করবেন না। অপর দিকে আওয়ামী লীগের নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করার দায়ভার পড়ে নাই যে তাঁরা বোমা হামলা ঘটিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, বিএনপির ভাষায়, আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় যেতেই চায়, তবে তারা বোমা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে কেন? আত্মহত্যা করে তো আর ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া যায় না। আইভি রহমান অথবা শামস কিবরিয়া কি কখনো আর ক্ষমতার স্বাদ নিতে পারবেন? আওয়ামী লীগের জিল্লুর রহমান কি তাঁর স্ত্রীর বিনিময়ে ক্ষমতায় যেতে চান?

তবে এটা ঠিক যে বিএনপি’র মধ্যে এ ঘটনার জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি গোপনে জড়িত থাকতে পারে, যে আসলে বিএনপি-র সদস্য হলেও সমর্থন করে তৃতীয় এক ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে, যারা প্রকৃতপক্ষে একের পর এক বোমা হামলা ঘটিয়ে চলেছে। সে দল যদি কোন ভাবেই দেশের ক্ষমতা দখল করতে পারে তবে বিএনপি থেকেতো বটেই, এমন কি আওয়ামী লীগ থেকেও দু-চার জন এ দলে যোগদান করবে। তার নমুনা ইতোমধ্যে আমরা পেয়ে গিয়েছি। সুতরাং এমন সহজ বিষয়টি যখন আমরা বুঝতে পারছি, তখন সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের কোন ভাবে উচিত ছিলনা নাজমুল হুদাকে ২১শে আগস্টের “এ্যাকমপ্লিস” বলা, অথবা নাজমুল হুদারও উচিত ছিলনা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বা আওয়ামী লীগকে মুখের মতো এ ঘটনার সাথে জড়ানো। আসল ব্যাপার সমক্ষে অবগত থাকার পরেও মিথ্যা দোষারোপ করা বাংলা ছবির ধূর্ত মোড়লী ও অসততা ছাড়া কিছুই নয়।

২১শে আগস্টের ঘটনার পর আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বিএনপি বা জামাত সমর্থক বন্ধু বলে বসল যে, আওয়ামী লীগ এ-ঘটনা ঘটিয়েছে। আমি শুধু তাদের উত্তরে বলেছি যে “আল্লাহ তোমার জ্ঞানের আলো দিয়ে এই অন্ধদের আলোকিত কর।” এ-ছাড়া আর কিছু বলিনি কারণ আমি যদি তাদেরকে আমার “ক্রিটিক্যাল এ্যানালাইসিস” দেই তবে তাদের মুখ মস্তিষ্কে তা ধরবেনা। আর এ অবস্থাতে এখন পুরো জাতিরই। আর তাইতো আমাদের গুণধর অসৎ রাজনীতিবিদরা সুযোগ নিতে পারে একজন আর একজনকে কাঁদা ছুড়তে এবং মিথ্যা দোষারোপ করতে। কতো নির্লজ্জ এই রাজনীতিবিদরা।

আর এজন্যই আমরা অহরহ নির্লজ্জ মন্তব্য শুনাই চলেছি, যেমন “বাজারে দাম বাড়েনি” যখন দ্বিগুণ দাম দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হচ্ছে; “মঙ্গা কি আমি জানি না” যখন সাইফুর রহমান একজন অর্থমন্ত্রী; “বিএনপিতে কোন সন্ত্রাসী নাই” যখন বিএনপি’র সন্ত্রাসীরা অপারেশন ব্লিন হার্ট বা র‍্যাবের হাতে মারা পড়ছে; “বাংলাদেশে কোন

উগ্র মৌলবাদী নাই” যখন সরকার একাধিক উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়েছে; “বাংলাদেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে” যখন সরকারী কর্মচারী বলতে বাধ্য হচ্ছেন তারা মন্ত্রীদের তাবেদারী ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারছেন না; “দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে” যখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি ও টাকা আত্মসাৎ চরমে উঠেছে; “বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান নি” যখন পাকিস্তান সহ পৃথিবীর সকল দেশ বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য শেখ মুজিবের অবদানকে অসীম বলে গণ্য করে এবং সম্মান করে; “বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছে” যখন হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে; “আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষনকে প্রশয় দেয় না” যখন জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ও হাজী সেলিমদের দৌরাতে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল অথবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানিক ধর্ম্মনের শতক পুরণ করে উৎযাপন করেছিল কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন নিশ্চুপ; ইত্যাদি।

পরিশেষে স্যুট-টাইধারী রাজনীতিবিদদের প্রতি অনুরোধ দয়া করে দরিদ্র সৎ মানুষদের কাছ থেকে সততা কি শিখুন। আর নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন স্যুট-টাই পরে আপনারা যে ভদ্রতার ও সর্বজ্ঞানীর ভেক ধরেছেন তা গরীব মানুষদের সততার পোশাকের কাছে নিতান্তই বেমানান। আপনাদের উচিত গরীব মানুষদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছ থেকে সততা শেখা, কারণ আপনাদের জন্যই সমাজের আজ এই দশা।

আর চ্যানেল আইসহ অন্যান্য চ্যানেলের প্রতি সবিনয় নিবেদন (বিটিভি ছাড়া) আপনারা শুধু সত্য প্রকাশ করুন এবং যা দেখে দর্শকরা দ্বিধান্বিত ও মানসিক ভাবে আহত হতে পারে তা দেখানো থেকে বিরত থাকুন। আর যেসব ব্যক্তির ডিসপিউটেড, করাপটেড, মিথ্যাবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী ও কালো টাকার অধিকারী তাদের দয়া করে টিভির পর্দায় (বিটিভি ছাড়া) আনবেন না। এদের দেখলে জাতি হিসেবে নিজেদের খুব ছোট মনে হয় এবং অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। আশা করব আমাদের এই অনুরোধটুকু আপনারা শুনবেন এবং কমিটমেন্টের মধ্যে আনবেন। জাতির জন্য তা মঙ্গল বই খারাপ হবে না।

(লেখক একজন পলিটিক্যাল এ্যানালিস্ট। ই-মেইল: npfreethinker@yahoo.com)